সংবাদ

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঠিকাদার-প্রকৌশলী পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

বাকী বিল্লাহ

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঢাকা জোনাল অফিসে টেন্ডার নিয়ে চলছে নানা তুঘলকি কাণ্ড। এক প্রকৌশলীর চাহিদামতো চাঁদা দিতে অস্বীকারসহ নানা অজুহাতে শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরনো ভবন সম্প্রসারণ ও নতুন ভবন নির্মাণের টেন্ডার কার্যাদেশ বাতিল করে অন্যকে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঢাকা জোনের প্রকৌশলীদের সঙ্গে ঠিকাদারদের বিরোধ চরমে পৌঁছেছে। ঠিকাদারদের পক্ষ থেকে দুর্নীতিবাজ প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া ও যৌথ বাহিনী দিয়ে সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা সচিব ও শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা জোনের দুই প্রকৌশলীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বলেন, চাঁদা চাওয়ার অভিযোগ সঠিক নয়। মেসার্স হাওলাদার কনস্ট্রাকশন ঠিকমতো কাজ না করায় তার কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে। কার্যাদেশ বাতিলের আগে তাকে কয়েক দফা নোটিশও দেয়া হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে মেসার্স হাওলাদার কনস্ট্রাকশন শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরনো স্কুল ভবন সম্প্রসারণ ও প্রধান শিক্ষকের নতুন বাসভবন নির্মাণের টেন্ডারে অংশ নেয় এবং সর্বনিম্ন অভিযোগ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

অভিযোগ : পাল্টাপাল্টি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দরদাতা হিসেবে টেন্ডার কমিটি কর্তৃক তা বিবেচিত হয়। কার্যাদেশ পাওয়ার পর প্রায় ৪০ ভাগ কাজ শেষ করার পর হঠাৎ করে ওই জোনের নির্বাহী প্রকৌশলী বদলি হয়ে যান। তার জায়গায় একজন নতুন প্রকৌশলী যোগদান করেন। অভিযোগ : তিনি যোগদান করার পর মেসার্স হাওলাদার কনস্ট্রাকশনের মালিক মো. জাহাঙ্গীর হাওলাদারের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন।

এ ব্যাপারে মেসার্স হাওলাদার কনস্ট্রাকশনের মালিক মো. জাহাঙ্গীর হাওলাদার বলেন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঢাকা জোনের নতুন নির্বাহী প্রকৌশলী কাজে যোগদান করার পর তার কাছে মোট ১১ লাখ টাকা দাবি করেছেন। এর মধ্যে তিনি দেড় লাখ টাকা দিয়েছেন। বাকি টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাকে নানা অজুহাতে হয়রানি করে তার কার্যাদেশ বাতিল করে অন্যকে কাজ দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঢাকা জোনের নির্বাহী প্রকৌশলী হারুনুর রশিদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে টেলিফোনে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক সহকারী প্রকৌশলী 'সংবাদ'কে জানান, মেসার্স হাওলাদার কনস্ট্রাকশন কাজে গাফিলতি করেছে। তাই কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে। চাঁদাবাজির অভিযোগ সঠিক নয় বলে জানান তিনি।